বাংলাদেশে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের অবৈধ বাণিজ্য এবং তা প্রতিরোধে করণীয়ঃ পলিসি ব্রিফ

তামাক এবং তামাকজাত পণ্যের বাণিজ্য যে আমাদের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য এক বিশাল হুমকিস্বরুপ সে ব্যাপারে অনেকেই কমবেশি অবগত। তবে তামাকজাত পণ্যের অবৈধ বাণিজ্য এই হুমকির মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে আরো কয়েকগুণ। তামাকের অবৈধ বাণিজ্য সিগারেট/বিড়িকে করে তুলে আরো সাশ্রয়ী, যা ক্রেতাদের, বিশেষ করে তরুণ ও নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে এগুলোকে পরিণত করে খুবই সহজলভ্য এক পণ্যে এবং তাদের আরও বেশি তামাকসেবনে উদ্বুদ্ধ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অবৈধ তামাক বাণিজ্য তামাক কর ব্যবস্থার কার্যকারিতা হ্রাস করে, কম দামের সিগারেটের প্রাপ্যতা বাড়ায়, যা তামাকের ব্যবহার বাড়িয়ে মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় এবং সরকারকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতির সম্মুখীন করে।[১] তাই তামাকের অবৈধ বাণিজ্য রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ যেকোন সু-পরিকল্পিত তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বাংলাদেশের তামাক কোম্পানিগুলো বহুদিন ধরেই দাবি করে আসছে যে সিগারেটের উপর কর বাড়ালে দেশে তামাক পণ্যের অবৈধ বাণিজ্য বেড়ে যাবে, কারণ ক্রেতারা ধূমপান কমানো বা ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে তখন অবৈধ তামাকজাত পণ্যের দিকে ঝুঁকবে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই দাবির কোন ভিত্তি নেই। বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে যেসব দেশে সিগারেটের মূল্য এবং এর উপর আরোপিত করের হার বেশি সেসব দেশের চেয়ে যেখানে মূল্য ও কর কম সেইসব দেশেই বরঞ্চ অবৈধ বাণিজ্যের ব্যাপ্তি তুলনামূলকভাবে বেশি।[২] বাংলাদেশে তামাকের অবৈধ বাণিজ্য বৈশ্বিক পরিসংখ্যান তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে কম। বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশে অবৈধ ব্যাবসার হার শতকরা ২ ভাগেরও কম, যেখানে বৈশ্বিক অবৈধ বাণিজ্যের হার আনুমানিক ১০%-১২%। এই গবেষণায় আরও উঠে আসে যে চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ এবং তামাকজাত পণ্যের মোড়কের ক্ষেত্রে ট্যাক্স স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহারের কারণে দেশে অবৈধ বণিজ্যের পরিমাণ পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে যথেষ্ট কমে এসেছে।[৩]

অপরদিকে, বাংলাদেশের বাজারে সিগারেটের অবৈধ বাণিজ্যের ব্যাপ্তি এবং এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গবেষণা সংস্থা আর্ক ফাউন্ডেশান অতি সম্প্রতি একটি ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ সমীক্ষা পরিচালনা করে। এই সমীক্ষায় দেশের ৮টি বিভাগের মোট ৪০টি গ্রামীণ ও ৪০টি শহুরে এলাকা থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্য থেকে বিদেশী অবৈধ পণ্য এবং সেইসাথে স্থানীয় পণ্যের ক্ষেত্রে অবৈধ পন্থার প্রচলন বিবেচনা করে বাংলাদেশের বাজারে সিগারেটের অবৈধ বাণিজ্যের ব্যাপ্তি পাওয়া গেছে মাত্র ৫.৪%।[৪] তাছাড়া শহুরে ও গ্রামীণ এলাকায় অবৈধের বাণিজ্যের মাত্রার মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পাওয়া যায়নি। তবে পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সমীক্ষায় সংগৃহীত সিগারেটের প্যাকেটগুলির প্রধান অবৈধ বৈশিষ্ট্যটি ট্যাক্স স্ট্যাম্পের সাথে সম্পর্কিত, যদিও এর মাত্রাও বাস্তবিকক্ষেত্রে খুব একটা বেশি নয়।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয়পর্যায়েরই গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশে তামাকের বিশেষ করে সিগারেটের অবৈধ বাণিজ্যের মাত্রা খুব একটা উদ্বেগজনক নয়। যদিও বিড়ি এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর অভাব এবং অনিবন্ধিত ও নিয়মবহির্ভূতভাবে পরিচালিত কারখানার কারণে এই স্তরের তামাক পণ্যের ক্ষেত্রে কর ফাঁকির প্রবণতা বেশি দেখা যায়, তবে তা কোনভাবেই তামাক কোম্পানির দাবি করা মাত্রার সমতুল্য নয়। একইসাথে, তামাক কোম্পানিগুলো কর বাড়ানোর বিরোধিতা করে অনেকদিন ধরেই বলে আসছে যে করের উচ্চ হারের কারণে দেশে বিদেশী সিগারেটের চোরাচালান বেড়ে যাবে। তাদের মতে সীমান্তবর্তী এলাকার মাধ্যমে আশেপাশের নিকটবর্তী দেশগুলো থেকে অভ্যন্তরীণ বাজারে বিদেশী তামাক পণ্যের সরবরাহ বেড়ে যাবে এবং এর মাধ্যমে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাবে। তবে তাদের এই দাবীটাও খুব একটা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা বাংলাদেশের সাথে এশিয়ার অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর সিগারেটের মূল্য তুলনা করলে দেখা যায় যে অন্য যেকোন দেশ থেকে বাংলাদেশে সিগারেটের মূল্য বেশ কম। বৈশ্বিক তামাক মহামারীর উপর করা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি রিপোর্টের তথ্যও এই বিষয়টিকে সমর্থন করে।[৫] নিম্নোক্ত গ্রাফ থেকে মূল্যের এই পার্থক্যটি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে।

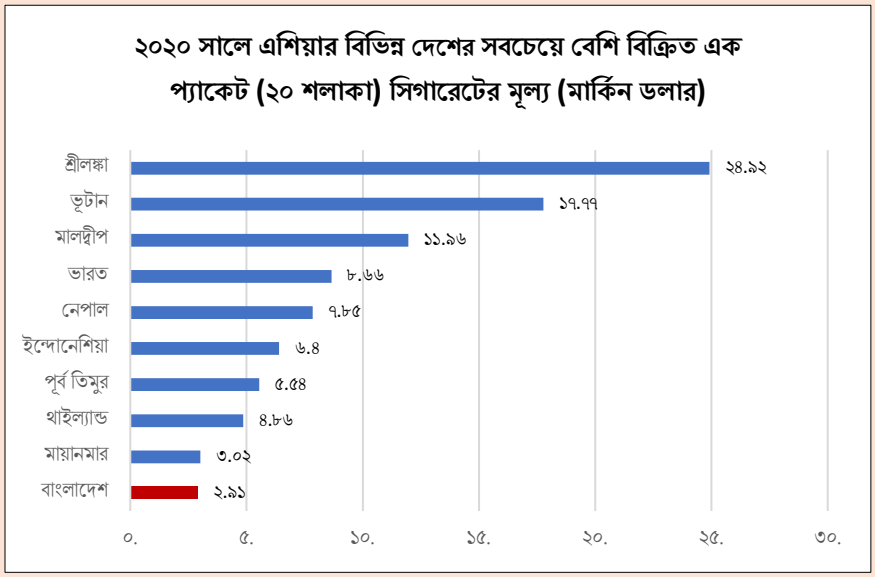

যেখানে অভ্যন্তরীণ বাজারে সিগারেটের মূল্য ইতিমধ্যেই এত কম, সেখানে অন্যান্য দেশ থেকে উচ্চমূল্যের সিগারেট চোরাচালান করে নিয়ে আসার কোন মানেই হয়না। কারণ সাশ্রয়ী মূল্যের সিগারেট রেখে ক্রেতা একই মানের সিগারেট বেশি মূল্য দিয়ে কিনতে যাবেনা। তাই তামাক শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের দ্বারা তামাক কর বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া হিসাবে অবৈধ বাণিজ্য বৃদ্ধির বিষয়ে যে হুমকি দেওয়া হয় তা খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়।

যদিও বিদ্যমান বিভিন গবেষণার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, বাংলাদেশে অবৈধ বাণিজ্যের হার আশঙ্কাজনক অবস্থায় নেই, তবুও একটি কার্যকর "ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং সিস্টেম" প্রবর্তন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবৈধ বাণিজ্যের মাত্রা আরও কমিয়ে এটিকে নগণ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব। এক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণের প্রধান আন্তর্জাতিক চুক্তি এফসিটিসির স্বাক্ষরকারী প্রথমদিককার দেশ হলেও বাংলাদেশ এখনো তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বাণিজ্য নির্মূলের প্রটোকল স্বাক্ষর বা অনুমোদন করেনি। **সেজন্য তামাকের অবৈধ বাণিজ্য রোধে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো গ্রহণ ও কার্যকর করা যেতে পারেঃ**

- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অবৈধ বাণিজ্য বিষয়ক প্রটোকল (Illicit Tobacco Trade Protocol) অনুসমর্থনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ব্যান্ডরোলের পুনঃব্যবহার রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।
- অবৈধ বাণিজ্যে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন অনুসারে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা। তামাক পণ্যের প্রতিটি প্যাকেট আলাদা চিহ্নিত ও স্ক্যান করার জন্য প্রযুক্তির উনড়বয়ন করতে হবে।
- একইসঙ্গে তামাক পণ্যের প্যাকেজে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ প্রযুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হবে-
    - ক) উৎপাদনের তারিখ ও অবস্থান
    - খ) উৎপাদনের সুবিধা
    - গ) তামাক পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিন সম্পর্কিত তথ্য
    - ঘ) পণ্য পরিবর্তন ও উৎপাদনের সময়
    - ঙ) প্রথম গ্রাহকের নাম, তালিকা, অর্ডার নম্বর ও অর্থ প্রদানের রেকর্ড রাখতে হবে যিনি কোনোভাবেই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত নন
    - চ) খুচরা বিক্রয়ের সম্ভাব্য বাজার
    - ছ) পণ্যের যথাযথ বিবরণ
    - জ) গুদামজাত ও স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য

তথ্যসুত্রঃ

১. Abdullah, S. M., Huque, R., Bauld, L., Ross, H., Gilmore, A., John, R. M., . . . Siddiqi, K. (2020). Estimating the Magnitude of Illicit Cigarette Trade in Bangladesh: Protocol for a Mixed-Methods Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.

১. World Bank. (2019). *Confronting Illicit Tobacco Trade: A Global Review of Country Experiences.* World Bank Group Global Tobacco Control Program.

৩. Ibid

৪. Illicit Trade Research Presentation (Link to be added)

৫. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2021